বজলুর রশীদ ফিরোজের ইশতেহার

প্রিয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নাগরিকবৃন্দ,
নির্বাচনের প্রাক্কালে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। দীর্ঘ ১৩ বছর পর আবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচনে সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমাকে প্রার্থী করা হয়েছে। আমার প্রতীক "টেবিল"। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াকু সংগঠনের জোট সিপিবি-বাসদ আমাকে সমর্থন করেছে। এ নির্বাচনকে তাই আমি নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অংশ হিসেবেই মনে করি। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা আমাদের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নগরবাসীর কাছে উপস্থিত করতে চাই।

ঢাকা একটি ক্রমবর্ধমান শহর। সম্রাট আকবর এর সময় ২ বর্গকিলোমিটার আয়তন ও ৩০০০ অধিবাসী নিয়ে ঢাকা নগর গড়ে ওঠে। ১৬১০ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী বিহারের রাজমহল থেকে স্থানান্তর করে ঢাকাকে রাজধানী করার পর এই নগর আজ ৫৬৫ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং প্রায় ১ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ এখানে বাস করছে। এ ঢাকা আজ পৃথিবীর ১৫ টি বড় শহরের একটি। গত ৪০০ বছরে বিভিন্নভাবে ঢাকার বিস্তৃতি ঘটেছে। আমরা জানি প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করে গ্রামীণ সভ্যতা টিকে থাকে আর প্রকৃতিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে শহর গড়ে ওঠে। তাই শহর নাম শুনলেই শৃঙ্খলা নামক শব্দটি আমাদের মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু ঢাকা শহর এ ক্ষেত্রে এক যন্ত্রণাময় ব্যতিক্রম। অথচ এ শহরের চারদিকে ৪টি নদী, শহরের উপকণ্ঠে জলাভূমি, শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ৪৩টি খাল, পুকুর-দিঘি, জলাশয় আর সবুজ গাছপালা নিয়ে ঢাকা হওয়ার কথা ছিল নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন দৃষ্টিনন্দন শহর। এ শহরে যেমন আছে মোগল স্থাপনা, ব্রিটিশ নগর পরিকল্পনা, তেমনি আছে আন্দোলনের বহু স্মৃতিময় স্থান। আমরা জানি শাসকরা তাদের শাসন

কাজের উপযোগী করে নগর নির্মাণ করে। বিদেশি শাসক এবং দেশিয় শাসকরা এ যাবৎ ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করেছে তাই ঢাকা শহরও গড়ে ওঠেছে ধনীদের উপযোগী হয়ে। ধনীদের বিলাস এবং সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনা তাই ঢাকা শহরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। এ বিভক্তি যতটা না নগরবাসীর নাগরিক সুবিধার কথা ভেবে করা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি ছিল রাজনৈতিক বিবেচনা প্রসূত। বিভক্তির ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চলটি পুরনো ঐতিহ্য ও বর্তমানের দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়। যখন দরকার ছিল সমন্বিত নগর পরিকল্পনা তখন বিভক্ত সিটি কর্পোরেশন বিশৃঙ্খলার নতুন মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে তাই তিলোত্তমা নগর বানানোর ফাঁকা প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না বরং সকলের বাসযোগ্য নগর গড়ে তোলার অঙ্গীকার আমরা করছি। এক্ষেত্রে নগরবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

আমাদের অঙ্গীকার-

১. দুর্নীতিমুক্ত সিটি কর্পোরেশন: দুর্নীতির কারণে বরাদ্দের ৪০ শতাংশ কাজও করা সম্ভব হয় না, অপচয় হয়, উন্নয়ন কাজের মান খারাপ হয়, ফলে নাগরিকরা তাদের প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হন। এ অবস্থা দূর করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২. নাগরিক কাউন্সিল গঠন: তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা নয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, তদারকি, পরামর্শের জন্য বিশিষ্ট নাগরিক, নগর পরিকল্পনাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা হবে।

৩. নিয়মিত পরামর্শ ও মতবিনিময়সভা: শুধুমাত্র উপর থেকে নিচে সিদ্ধান্ত পাঠানো নয়, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করা, প্রয়োজনে সংশোধন করাসহ নগরবাসীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার স্বার্থে অঞ্চলে অঞ্চলে নিয়মিত সভা করা হবে।

৪. দখলমুক্ত করা: নগরের খাল, উদ্যান, পার্ক, রাস্তা দখল করে নাগরিক অধিকার খর্ব করে জনগণের সম্পদ যারা আত্মসাৎ করেছে তাদের কাছ থেকে সম্পদ নগরবাসীর কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য আইনী পদক্ষেপ ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে আন্দোলনসহ যা যা করা দরকার সব করা হবে।

৫. প্রকৃতি ও পরিবেশ উন্নত করা, দূষণমুক্ত করা: বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণসহ পরিবেশদূষণ বন্ধে সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ ও সবুজায়নের জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬. যানজট নিরসনে পদক্ষেপ নেয়া: প্রতিদিন নগরবাসীর লক্ষ লক্ষ শ্রমঘণ্টা বিনষ্ট হয় যানজটের কারণে। নগর পরিকল্পনাবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী জনপরিবহণের সুযোগ বৃদ্ধি, পরিকল্পিত পার্কিং ব্যবস্থাপনা, অবৈধ পার্কিং বন্ধসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. বাড়িভাড়া যৌক্তিকিকরণ করা: ৮২ শতাংশেরও বেশি মানুষ ভাড়া বাড়িতে থাকে। নগরীতে বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। একটি আইন আছে কিন্তু তা কার্যকরী নয়। অঞ্চল, নাগরিক সুবিধা বিবেচনায় রেখে অংশীজনদের মতামত নিয়ে বাড়ি ভাড়ার যৌক্তিক হার নিরূপন করে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮. পানিসংকট দূর করা ও জলাবদ্ধতা দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া: বুড়িগঙ্গাসহ নদী-খাল খনন ও দূষণমুক্ত করা, রাতেই বর্জ্য অপসারণ করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও উন্নত করা, জলাশয় ও জলাধার রক্ষা করার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বাড়ানো ও ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানো। জলাবদ্ধতা দূরীকরণে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দখলদারদের উচ্ছেদ করতে সব ধরনের কাজ করা হবে।

৯. বস্তিবাসী ও শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন প্রকল্প চালু করা: ঢাকা শহরে ৪০ লাখেরও বেশি বস্তিবাসী। যারা তুলনামূলক ভাবে ঘর ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, পানির দাম বেশি দেয় এবং সর্বনিম্ন অধিকার ভোগ করে। তাদের জন্য খাস জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ করে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে তা বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করাসহ জীবনমান উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১০. রিক্সা-হকার উচ্ছেদ নয়, পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১১. শিশু বিকাশ উপযোগী নগর পরিকল্পনা করা: শিশুদের জন্য খেলার মাঠ ও পার্ক এবং নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।

১২. কর্মজীবীসহ সকল নারীর স্বার্থে নারী বান্ধব নগর গড়ে তোলা: প্রতি ওয়ার্ডে ডে কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা হবে। নারীদের জন্য পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেটসহ পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা বাড়ানো ও যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা। নারীদের জন্য গণপরিবহণে আসন সংরক্ষিত রাখা এবং নারীদের জন্য বিশেষ পরিবহণ চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৩. যুব সমাজের বিকাশ উপযোগী সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি। অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি ও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখা হবে।

১৪. সিটি কর্পোরেশনকে আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্নীতি মুক্ত করে নাগরিকের প্রকৃত সেবা কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

আমরা মনে করি নগর পরিচালিত হতে হবে নগরবাসীর স্বার্থে। এক্ষেত্রে নগরবাসীর উদ্যোগী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা দেখেও নিষ্ক্রিয় থাকা দুর্দশাকে দীর্ঘস্থায়ী করে ও হতাশার জন্ম দেয়। নির্বাচন আমাদের সামনে শুধু প্রার্থী নির্বাচন নয়, প্রার্থীর পরিকল্পনাসমূহ যাচাই করার সুযোগ এনে দিয়েছে। যারা অতীতে নগরবাসীর দুর্দশা ও দুর্ভোগের জন্য দায়ী, যাদের দখল-লুণ্ঠন জনগণকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছে, যারা নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কখনও কোনো ভূমিকা পালন করে নাই, আজ যদি টাকা, চমক, প্রচারণার ফলে তারাই সমর্থন পায় তাহলে নগরবাসীর বিড়ম্বনা কমবে না বরং আরও বাড়বে। তাই নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিবেক বাঁচাতে আজ

নগরবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। চমক নয়; চেতনার পক্ষে দাঁড়ান। ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে টেবিল প্রতীকে আপনাদের রায় দিন।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
আপনাদের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৮ লক্ষ ভোটার ও নাগরিকবৃন্দকে জানাতে চাই আমি নির্বাচিত হলে সিটি কর্পোরেশনকে নাগরিক সেবা প্রদান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করব। এই নির্বাচনে তাই টেবিল প্রতীকে নগরবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

তথ্যসূত্র: http://weeklyekota.net/storydetail/?id=2007